দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 SEP 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... 3 ... ...

# শিক্ষাঙ্গন

## বুয়েটে সেশন জট কেন?

অভিজ্ঞ মহল নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট প্রকটতর হচ্ছে। বিভিন্ন মহল থেকে সেশন জট নিরসনের জন্য আবেদন জানানো হলেও তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। কেন এ সেশন জট তার কারণ বহুবিধ। এ জট নিরসনে বুয়েট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা তা পারছেন না। বিভিন্ন কারণে সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর সেশনের শুরুতে একটি বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয় এবং সে কার্য বিবরণী অনুসারে প্রতি এক বছরে দু'টি সেশন থাকে। প্রত্যেকটি সেশন সমাপ্ত করার জন্য ১৪ সপ্তাহ ক্লাস নেয়ার নিয়ম রয়েছে।

সেশনে মোট ২৮ সপ্তাহ ক্লাস নিলে বছর সমাপ্তি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ৫২টি সপ্তাহের মধ্যে ২৮ সপ্তাহ ক্লাস করার সুযোগ হয়ে উঠে না। তার কারণ কি? বিগত তিন সপ্তাহের বুয়েটের ক্লাসগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ১৮-৭-৮৭ইং তারিখ থেকে ২৭-৭-৮৭ইং তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র দু'দিন ক্লাস হয়েছে। বাকী দিনগুলোতে ক্লাস হয়নি। কারণ ১৮-৭-৮৭ ইং তারিখে ছাত্রদের সংসদ ভবন ঘেরাও, তারপর ২১ ও ২২ তারিখের হরতালের পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ ক্লাস বর্জন এবং মিছিল। এ ধরনের নানান কারণে বুয়েট ছাত্ররা অবিরাম ক্লাস বর্জন করে চলেছে। গত ২৭-৭-৮৭ তারিখে ছাত্র-ছাত্রীরা পুনরায় ক্লাসে যোগদান করে। কিন্তু দশটা অবধি ক্লাস করার পর সকল ছাত্র-ছাত্রী আবার ক্লাস বর্জন করে চলে আসছে।

এসব কারণেই বুয়েটে সেশন জট জটিল হয়ে উঠেছে। এবার দেখা যাক চলতি সেশনের বুয়েটের কার্যবিবরণী। কথা ছিল ২৯-৮-৮৭ইং তারিখ থেকে ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হবে এবং ৪-৮-৮৭ইং তারিখের পূর্বে ক্লাস শেষ হবে। কিন্তু নিয়মিত ক্লাস না হওয়ার প্রেক্ষিতে ৪-৮-৮৭ইং তারিখের পরে আরো তিন সপ্তাহ ক্লাস নেয়ার নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এভাবে প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্লাস সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে সেশন পিছিয়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি প্রতি বছর সেশন পিছাতে থাকে তবে ভবিষ্যতে এই অবস্থা আরো প্রকট হয়ে উঠবে। নির্ধারিত সময়ে সেশন সম্পন্ন করার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মহল সচেষ্ট হবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ রাফিকুল ইসলাম সরকার

## শেরপুর সরকারী কলেজের সমস্যা

শেরপুর জেলার একমাত্র সুউচ্চ বিদ্যাপীঠ শেরপুর সরকারী কলেজটি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯৮০ সালে এই কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮শ'র উপরে।

বর্তমানে এই কলেজে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে। সরকারীকরণের ৭ বছর পরও শিক্ষক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। উপাধ্যক্ষসহ ২৮ জন শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে ২০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯ জন, বাণিজ্য বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন এবং মানবিক বিভাগে ২৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৬ জন রয়েছেন। এছাড়াও ২ জন প্রদর্শকের পদও খালি রয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বহুবার এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-নিবেদন করেও কোন প্রকার সারা পাননি। ফলে শিক্ষক স্বল্পতার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। যে সকল শিক্ষক বর্তমানে অত্র কলেজে আছেন তার অধিকাংশই স্থানীয়। সরকারীকরণের পর দু'একজন অন্যত্র বদলী হলেও পুনরায় এই কলেজেই ফিরে এসেছেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার গাফিলতি ও উদাসীনতার অভিযোগ রয়েছে। ফলে লেখাপড়ার মান দিন দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা নকল প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গত দু'তিন বছর যাবত এই কলেজটি নকলের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষকদের উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা, স্বজনপ্রীতির জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিভাবক মহলের ধারণা।

এই কলেজে আসবাবপত্রের তীব্র স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষকদের বসার কোন শিক্ষক মিলনায়তন নেই। বর্তমানে একটি ক্লাস রুমকে শিক্ষকদের মিলনায়তন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাস রুম ও বসার বেঞ্চ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। অধিকাংশ ক্লাস রুমের জানালা-দরজা ভেঙ্গে-চুরে গেছে এবং টিনের ফুটো চালা দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। ক্লাস রুমের সিলিং ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুমগুলোতে খেলাধুলার সরঞ্জামের স্বল্পতা রয়েছে। আর যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই জরাজীর্ণ। কমনরুমে রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার কোন ব্যবস্থা নেই।

কলেজের লাইব্রেরীটি নামে মাত্র। সেখানে কোন বই-পুস্তক নেই। হাতে গোনা কয়েকটি পুরনো বই-পুস্তক দিয়ে কোনরকমে দায়সারাভাবে কাজ চালানো হচ্ছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন যাবত লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

গবেষণারগুলোতে যে ক'টি যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলোর সবই ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়াও রসায়ন গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় রিএজেন্ট উদ্ভিদ গবেষণাগারে প্রয়োজনীয়সংখ্যক উদ্ভিদ না থাকায় ব্যবহারিক শিক্ষা থেকে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত।

—মোঃ আঃ রহিম (বাদল)